মন-পাষণ্ড।

অর্থাৎ

পারত্রিক বিষয়ে মনুষ্যের অনাস্থা এবং ঐহিক
আমোদ প্রমোদে তাহার ঐকান্তিক অনু-
রক্ততা বিষয়ে জীবের সহিত
মনের কথোপকথন চ্ছলে
এই গ্রন্থ।

শ্রী ঈশানচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রণীত।

প্রথম বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

৫৯।৫ অপর্ সর্কিউলার্ রোড্
গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

১৮৬৮। সেপ্টেম্বর। সন ১২৭৫, ভাদ্র।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থ জীব ও মনের প্রশ্নোত্তর ছলে প্রণয়ন করা হইল। ইহা তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে মনের জীবনচরিত এবং পারিবারিক বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মনের কৃত্রিম অভিমান এবং কপট বৈরাগ্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীব কর্তৃক মনের তত্ত্বোপদেশ ও মন পুনরায় মোহগ্রস্ত এবং জীবের অন্তর্ধান।

আমি সংস্কৃত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এনিমিত্ত ইহাতে শব্দার্থের ও ভাবার্থের বহুল দোষ সম্ভাবনা আছে। ভরসা করি উদারচেতা মহাত্মগণ সেই দোষ পরিহার করিয়া লইবেন। কোন ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিব, এই উদ্দেশে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয় নাই।—গবাক্ষরন্ধ্রের নানাপ্রকারত্ব নিবন্ধন, একই উদিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন নানাত্ব রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ নানা ভাবনাপন্ন গবাক্ষরন্ধ্র-সদৃশ মাদৃশ ব্যক্তির মনের বক্রতা, নাস্তিকতা, চঞ্চলতা, লম্পটতা ও পাষণ্ডতা প্রদর্শন করানই মদীয় মুখ্যোদ্দেশ্য। এ জন্যই ইহার আখ্যা [মন-পাষণ্ড] রাখা গেল। মৎসদৃশ মনুষ্যগণের নিকট এই গ্রন্থ হতাদর হইলেও আমি তজ্জন্য পরিতাপ করিব না, কিন্তু সদাশয় বিজ্ঞগণ কখন কখন সময় কর্ত্তনচ্ছলেও যদি এতৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিস্তর ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন কালে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র দাস গুপ্ত।

মন-পাষণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদা অতীব ভগ্নোদ্যম চিত্তে মন রঙ্গভূমি পরিভ্রমণানন্তর মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময় প্রতিবিম্বিতাত্মা জীব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

জীব। মহাশয়! আপনি কি জন্য সন্তপ্ত চিত্তে বসিয়া রহিয়াছেন? আপনাকে শোক-সঙ্কুচিত দেখিয়া আমিও সন্তপ্ত হই-তেছি। আপনার এরূপ শোচনীয় ভাব উদয় হওয়ার কারণ কি? শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে।

মন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) সে অতি বিস্তারিত কথা। আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই; সুতরাং অপরিচিতের নিকট গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে লজ্জা ও শঙ্কা উভয়ই এক কালে উপস্থিত হইতেছে।

জীব। না না, আপনি লজ্জা ও শঙ্কা পরিহার করুন, আমি ও আপনি একাধারবর্ত্তী অতএব আমার ও আপনার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কেবল ভ্রমাপবাদ-বশতঃ আমাদের উভয়ের পরিচয়-সূত্রের বিচ্ছিন্ন ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

মন। (সভয় চিত্তে) মহাশয়! আপনি কে? আপনার পরিবার কে কে? কত দিন হইতে এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন?

জীব। (সহাস্যে) আমি জীব। আমার পরিবার নাস্তি। অনাদি-প্রেরিত সূত্রে ক্ষণ কাল এস্থলে অবস্থিতি করিতেছি।

মন। (দীর্ঘহাস্যে) হা-হা-হা! আমি ত ইহা জানি না। ভাল, ভাল, এখন শঙ্কা দূর হইল। আপনার নিকট গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে ভয় নাই। আপনি সৎ, অতএব আপনার নিকট মনস্তাপ প্রকাশ করিলে বরং লাঘবেরই ভরসা করি। আপনি অবগত আছেন, পরমাত্মার সহযোগে প্রকৃতি হইতে আমার

জন্ম। কিন্তু পিতা নির্গুণ, সুতরাং শিশুকালাবধি প্রসূতি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলাম। জননী, আমি একমাত্র পুত্র বলিয়া, স্বীয় প্রাণাপেক্ষায় আমাকে অধিক ভাল বাসিতেন। কৈশোরেই আমি পাণিপীড়ন সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দুইটি দার পরিগ্রহ করিলাম। প্রথমা পত্নী প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়া নিবৃত্তি। প্রথম পরিণয়-সূত্র নিবন্ধন, প্রথমার সহিত আমার অধিক প্রণয় ছিল। এবং তিনিও, প্রতি-নিয়ত আমাকে প্রণয়ালিঙ্গন করিতেন। দ্বিতীয়াটী আমার তাদৃশ স্নেহ-ভাজন ছিলেন না এবং প্রথমা-পত্নী কর্ত্তৃক সপত্নী-হিংসা হেতু অশ্রদ্ধেয় থাকাতে, "নলিনী যেমন নীহারকৃত উপদ্রবে শোক-চিহ্ন ধারণ করে" তিনিও তদ্রূপ থাকিতেন। কিন্তু তিনি স্থির-প্রকৃতি ও পতিপরায়ণা এবং সুশীলা ছিলেন।

আদ্যা রমণী হইতে মহামোহাদি ও

দ্বিতীয়া রমণী হইতে বিবেকাদি, অপত্য সমূহ জন্ম গ্রহণ করিল। “তোয়ে অনুপ্রবিষ্ট তোয় ন্যায়” মহামোহাদির সহিত আমার স্নেহবারি অবিরত মিলিত হইতে লাগিল। আমি উহাদিগের প্রদত্ত নবরঞ্জিত অনুরাগে অনুরাগী হইতে লাগিলাম। আদ্যা রমণী, বহুপুত্রপ্রসবিত্রী হইলেও, নবীনত্ব ও হাব ভাব লাবণ্যে স্খলিত হয়েন নাই। স্ত্রী এইরূপ স্থিরযৌবনা, পুত্রগণ দক্ষ, সুতরাং আমার সুখের পরিসীমা ছিল না।

এই আখ্যায়িকার শেষ না হইতে হইতেই, জীব উপর্য্যুপরি কয়েকটী প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

জীব। ভাল, আপনি কিরূপে, পারিবারিক আনুকূল্য সুখ সম্ভোগ করিতেন?

মন। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, ইহাদিগের সহিত সম্ভোগ করিতাম, কিন্তু আমি সকলেরই নিয়ামক ছিলাম।

জীব। তাহাদিগের নাম কি?।

মন। ১—কর্ণ ২—ত্বক্ ৩—চক্ষুঃ ৪—রসনা ৫—নাসিকা ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। ১—বাক্ ২—পাণি ৩—পাদ ৪—পায়ু ৫—উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়।

জীব। ইহাদিগের গুণ কি ?

মন। শব্দ—স্পর্শ—রূপ—রস—গন্ধ—এই পঞ্চ; অর্থাৎ—শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রবণ; ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শন; দর্শনেন্দ্রিয়ের দর্শন; রসনেন্দ্রিয়ের রসাস্বাদন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আঘ্রাণ—ক্রমান্বয়ে সকল ইন্দ্রিয়েরই এক একটি এই বিশেষ গুণ আছে।

জীব। ভাল, ঐরূপ সুখোদয়ে আপনার কিরূপ বোধ হইত ?

মন। হর্ষ।

জীব। তিরোহিতে কিরূপ ?

মন। বিমর্ষ।

জীব। মহাশয় ! এখন আপনি, কোন্ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন ?

(একেবারে, চক্ষু স্থির—উত্তর নাই।)

জীব। না মহাশয়; আপনি, শঙ্কা করিবেন না; অক্ষুব্ধচিত্তে বলুন।

(উত্তর নাই)

(পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন)

(পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস; উত্তর নাই)

জীব দেখিলেন যে মনের গ্লানি উপস্থিত। গ্লানিতে বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়, সুতরাং ঐ প্রকার বিষয় ঘটিত আলাপ হইবেক না; এজন্য পুনরায় আশ্বাসবাক্যে অন্যপ্রকার প্রশ্ন করিলেন।

জীব। মহাশয়! আপনার জীবন-চরিত এবং পারিবারিক বৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা; বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন।

মন। ভাল কথা; আপনি কঠিন প্রশ্ন করিবেন না; যাহা কহিতেছিলাম তাহাই শ্রবণ করুন। আমি যখন প্রবৃত্তির পাণি-পীড়ন করিলাম, তখন আমার শোচনীয় অবস্থা ছিল। পলাল-নির্ম্মিত কুটীরে প্রবৃত্তির অঙ্কশায়ী হইয়া, একদা বিবে-

চনা করিলাম যে, এতাদৃশ যৌবনবতী মনোমোহিনী রমণীর সহিত ঈদৃশ পর্ণ-কুটীরে বাস করা অতীব বিড়ম্বনা। বিশেষতঃ ইহার গর্ভে সন্তানাদি হইলে এই কদর্য্য ও সংকীর্ণ স্থানে কি রূপেই বা সহবাস করিব। ইহা চিন্তা করিতে করিতে একটি মনোরম আয়ত আলয়ের আয়োজন করিলাম। কিয়দ্দিবস মধ্যে তাহা সঙ্কলিত হইল; কিন্তু প্রবৃত্তির মনস্কামনা সিদ্ধ হইলনা। সাধারণতঃ স্ত্রী জাতির নিত্য নূতন ইচ্ছা, সুতরাং একটী আলয় সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই আবার দ্বিতীয়টীর আবিষ্কার করা আব-শ্যক হইল। দ্বিতীয়টীর আয়োজন হইলে, আবার তৃতীয়টীর সংকল্প করিলাম। ফলতঃ যখন নিঃস্ব ছিলাম, তখন শত সংখ্যাই প্রচুর বোধ হইত। অনন্তর, শত হইলে সহস্র, সহস্র হইলে দশসহস্র, এরূপ অবিরাম সংকল্প এবং অবিশ্রাম আয়োজন, উভয়ই যুগপৎ

চলিতে লাগিল। উত্তরোত্তর আমি অদ্বিতীয় শিল্পী হইয়া উঠিলাম। এমন কি, জগজ্জাত সমস্ত রত্নেই হস্ত প্রসারণ ও দুষ্প্রাপ্য স্থান পর্য্যন্ত কল্পিত-ক্ষেত্রে রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম; তথাচ প্রবৃত্তির বিশ্রাম বিরহ। ইত্যবসরে প্রবৃত্তির গর্ভসঞ্চার হইল। ক্রমশঃ কামাদি অপত্যগণের মুখাবলোকন করিলাম। তাহারা উপযুক্ত সময়ে আমার সংকল্পের সাহায্য করিতে লাগিল। ক্রমে আমিও তাহাদিগের বশ-বর্ত্তী হইয়া, পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথই সর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয় হইয়া উঠিল।

জ্যেষ্ঠা রমণী প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, যদ্রূপ দুষ্প্রাপ্য স্থানকে কল্পিত-ক্ষেত্রে রচনা করিতে ছিলাম, তদ্রূপ জ্যেষ্ঠপুত্র মন্মথের বশবর্ত্তী হইয়াও, দিব্যাঙ্গনাদিগকে প্রতিনিয়ত হৃদয়-মন্দিরে প্রতিভাত করিতে লাগিলাম। বলিতে কি,

মন্মথের সাহায্যে আমার অগম্য পথ, অদৃষ্ট স্থান, অনীপ্সিত ও অনুপাসিত বস্তু মাত্র ছিলনা; কিন্তু তাহাও একাবস্থাপন্ন থাকিত না। প্রথমতঃ মুকুলিত, মধ্যে বিকশিত, ও পরিশেষে বিদূরিত বোধ হইত। তথাচ অশার বিরাম নাই; চিত্তের বিরহ নাই; ঘৃণা ও লজ্জা একেবারে প্রান্তরে থাকিত। মন্মথের অনুজগণও সকলেই সুচতুর ও দক্ষ। তাহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় পরস্পর অনুকূল বায়ু সঞ্চালন করিত। আমি যখন যাহার সাহায্য প্রাপ্ত হইতাম, তখন তাহাতেই সন্তৃপ্ত হইতাম।

এই আখ্যায়িকা বলিতে বলিতে মনের অশ্রুজল পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। জীব দেখিলেন যে, মনের পুনরায় গ্লানি উপস্থিত; শোকাচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। এখনও অনেক কথা বাকি আছে। অতএব প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া পুনর্ব্বার অন্যবিধ জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জীব। আপনার অপরিসীম সুখ সৌভাগ্য বিদ্যমানে শোকাকুল হইতেছেন কেন!

মন। নিগূঢ় কারণ আছে।

জীব। সে কি?

মন। আপনি, এখনি শ্রবণ করিলেন; আমার দুর্দ্ধর্ষ পরিবার, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুরারাধ্য সুখসম্ভোগ ছিল। এমন কি, আমার ন্যায় ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সুখ-সৌভাগ্য যাঁহার আছে, তিনি অনায়াসে এই বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডকে গোষ্পদবৎ দেখিতে শক্ত হয়েন, কিন্তু আমার এই দশা—
(ইহা বলিতে বলিতে পুনঃ রোদন।)

জীব। আপনার কি দুর্দ্দশা?

মন। (পুনঃ সহাস্যে) আবার দুর্দ্দশা কি! আপনি কি কেবল মরণকেই দুর্দ্দশা বলিয়া থাকেন?

জীব। না—না; কেবল মরণকেই দুর্দ্দশা বলিনা। জীবিতাবস্থায় যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত

হয়, আপনার বাহ্য লক্ষণে তাহা যে বড় একটা দেখিনা।

মন। আমার পরিবার মধ্যে যে গোলযোগ; আপনি বুঝি ইহা শ্রবণ করেন নাই!

জীব। না।

মন। তবে শ্রবণ করুন। আমার জীবন-চরিত এবং পারিবারিক সুখ সম্ভোগ একপ্রকার সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ইদানীং আমি চতুর্থ অবস্থার প্রথম পাদে প্রায় পদ-ক্ষেপ করিয়াছি। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ প্রধান পঞ্চ বয়স্যগণ মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় বধির, ত্বগিন্দ্রিয় বিলোলিত, দর্শনেন্দ্রিয় কোটরস্থ, রস-নেন্দ্রিয় জড়তাপন্ন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দূষিত হইতে চলিল। "বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ" এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মধ্যে-ও অত্যন্ত বিসদৃশ অবস্থা লক্ষিত হইতে লাগিল। সর্ব্বভুক্, হাসিতে হাসিতে ঘনিষ্ঠ হইয়া তূর্য্য নিনাদ পূর্ব্বক কেশা-কর্ষণ করিতেছে। আমার অপেক্ষা কত

কত বীরবরকে যে ধরাশায়ী করিতেছে, তাহার পরিসীমা নাই। এতকাল, দূরস্থ বিপদের আশঙ্কায় কত কত স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু ঘনিষ্ঠ ভীষণ বিপদকে চক্ষে দেখি নাই। এক্ষণে যতই বিকলেন্দ্রিয় হইতেছি ততই স্বজনদিগের গ্লানির আধার হইতেছি। অধিক কি, দন্তহীন কুক্কুর যদ্রূপ জিহ্বা দ্বারা অস্থিগত মজ্জার রসাস্বাদ পায় না, অধুনা আমিও তদ্বৎ হইয়াছি। অবস্থা-ত্রিতয় স্মৃতি-পথারূঢ় হইলে, সর্ব্বদা বিষণ্নভাব উদয় হয়। বাল্যকালে যাহা যাহা করিয়াছি; কৌমারে স্মরণ করিয়া হাস্য হইত। আবার কৌমারে যাহা যাহা করিয়াছি, যৌবনাবস্থায় স্মরণ করিয়া গ্লানি প্রাপ্ত হইতাম। পুনঃ যৌবনাবস্থায় যাহা যাহা করিয়াছি, ইদানীং সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া পরিতাপ প্রাপ্ত হইতেছি। সেইরূপ আবার এখন যাহা যাহা করিতেছি, পরিণামে অনিবর্ত্তনীয়

মনস্তাপ পাইতে হইবেক। কোন অবস্থাতেই নিত্যসুখ লাভ করিতে পারিলাম না। তথাপি এখনও প্রবৃত্তির জল্পনা, এখনও কামাদি পুত্রগণের কল্পনা রহিয়াছে। ফলতঃ আমি প্রতিনিয়তই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিলাম; কিন্তু প্রবৃত্তি আমাকে একবারও বিশ্রাম-সুখ দিলেন না। আমি প্রতিক্ষণ পুত্রগণের বশে রহিলাম; কিন্তু তাহারা ক্ষণমাত্রও আমার বশীভূত হইল না, তথাচ "ক্রোড়ে মনো ধাবতি"।

জীব। মহাশয়! নিত্যানিত্য সুখ কি?

মন। যাহা অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংস-প্রাদুর্ভাব রহিত তাহাই নিত্য, তদিতর সকলি অনিত্য।

জীব। আপনি যদি ইহা অবগত ছিলেন, তবে তাদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দারাপুত্রাদি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া কেন এত সময় কর্ত্তন করিলেন?

মন। (সহাস্যে) আপনিও ভাল; আপনি

বুঝি সেই পাঠ পড়েন নাই? তাদৃশ সুবঙ্কিম-ভ্রূযুগাবৃত-দীর্ঘ-লোচনা, তাদৃশ আজানু-লম্বিত-নিবিড়--ঘন-বর্ণ-কুঞ্চিত-কেশা, তাদৃশ পীনোন্নত-পয়োধরা, এবং কমনীয়-কান্তি-সম্পন্না ললনার অঙ্ক-গত হইলে এবং তাদৃশ বিষয়ী অথচ অভিসার-সুখদ পুত্রগণের মুখাব-লোকন করিলে ইহা কি বোধ হয় যে এ সকল ক্ষণভঙ্গুর?

জীব। ভাল, সে সময় কি আপনার অবকাশ কিছুই ছিল না?

মন। ছিল বই কি, কিন্তু অল্প।

জীব। তখন আপনি ঈশ্বরবাদী, কি অনীশ্বর-বাদী ছিলেন?

মন। ঈশ্বরবাদী ছিলাম।

জীব। তাঁহার উপাসনা কখন্ করিতেন?

মন। স্বাবকাশ মতে।

জীব। অবকাশ ত অল্পই ছিল।

মন। অল্প হইলেও নানা সঙ্কেত অভ্যাস ছিল।

জীব। সে কেমন ?

মন। (সগর্ব্বে) তবে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমি প্রবৃত্তি-পরায়ণ ছিলাম, সুতরাং তাঁহার চিত্ত-বিনোদন-কার্য্যেই সর্ব্বদা বিব্রত। সঙ্গে সঙ্গে [বোঝার উপর শাকের আটির ন্যায়] ঈশ্বরোপাসনাটিও সারিয়া লইতাম।

জীব। বিশ্বস্ত ও তন্নিষ্ঠ চিত্তে কি না ?

মন। আমি আপনার ঐ সকল সংস্কৃত সাধু-ভাষা বড় একটা বুঝিনা, সোজা সুজি যাহা জানি তাহাই কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঈশ্বরোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা আন্তরিক পরিজ্ঞাত ছিল বটে, কিন্তু পারিবারিক সুখ ও বিষয়-তৃষা বলবতী থাকাতে উপাসনার সময় স্থির থাকিত না। স্বাবকাশমতে যখন যখন ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম তখন আমি একপ্রকার ঘটিকাযন্ত্র হইয়া পড়িতাম; রসনা মিনিটের কাঁটা, কট্‌কট্ করিয়া বেগে চলিত; করাঙ্গুলি ঘণ্টার

কাঁটা, এদিকে পর্ব্ব পূরণ করিত, নয়ন মুদ্রিত, কিন্তু তন্দ্রাগত। আমার ত কথাই নাই। একবার প্রবৃত্তির সঙ্গে অমরাবতী; আবার মন্মথের সঙ্গে বিলাসিনীর অন্বেষণ করিতাম। এবম্প্রকার, ক্রোধের সঙ্গে প্রতিপক্ষকে, লোভের সঙ্গে অপ্রাপ্ত বস্তুকে, মোহের সঙ্গে সৃষ্টিকে, প্রাপ্ত হইতে থাকিতাম।

বায়ু অপেক্ষায়ও আমি দ্রুতগামী, সুতরাং মুহূর্ত্তকে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতাম, বিশ্বাস বিষয়ের অঙ্কশায়ী থাকিত। তাহাতে আবার জঠরানল প্রজ্বলিত। উপাদেয় ভোজনীয় সামগ্রীসম্ভার প্রস্তুত; অমনি গাত্রোত্থান। তৎপর মাধ্যাহ্নিক আহার হইল; শয়নকুটীরে বিশ্রাম করিলাম। তদনন্তর, বৈকালিক বিষয়ানুষ্ঠানে দিবাবসান হইয়া আসিল, প্রদোষকাল উপস্থিত। পুনরায় পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রদোষকালীয় উপাসনা শেষ করিয়া যামিনীসুখ-সম্ভোগে ইন্দ্রিয়-

গণের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে লাগিলাম। এইপ্রকার দিন যায় রাত্রি হয়, আবার রাত্রি যায় দিন হয়; আমিও সংস্কার-সিদ্ধ কার্য্য সম্পাদনে রত।

জীব। ভাল, ঐরূপ উপাসনার সময় আপনার দ্বিতীয়া পত্নী এবং তৎ পুত্রকে কিছুমাত্র কি স্মরণ হইত না?

মন। আপনি যে বড় চাতুরী করিতেছেন। ত্যক্ত বস্তু কি ভদ্রলোক পুনর্গ্রহণ করিয়া থাকে?

জীব। তার পর?

মন। তদনন্তর আমি একটি সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম।

জীব। সে কেমন?

মন। পৃথিবীতে সম্প্রতি নানা প্রকার ধর্ম্মের আবিষ্কার আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাচীনমতে স্থানে স্থানে দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, পুণ্যক্ষেত্রাদি দর্শন, যাগ যজ্ঞ এবং যম নিয়মাদি ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের দৃঢ়ীকরণ এবং যদৃ-

চ্ছার প্রতিষেধ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক নিভৃত প্রদেশে যোগধারণ ইত্যাদি এক প্রকার। আর, নিষ্ক্রিয়বাদিমতে, স্থানে স্থানে সভামণ্ডপ প্রতিষ্ঠা এবং অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পাদনকারী পরিচ্ছদাদি ধারণ পূর্ব্বক ঐন্দ্রজালিক বস্তু সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সাংযমনিক ক্রিয়া প্রান্তরে রাখিয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা দ্বিতীয় প্রকার। ইহা ভিন্ন জাতিভেদে, মতভেদে, আরো অনেক প্রকার ধর্ম্মোপাসনা ছিল; তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য।

মহাশয়! প্রাচীন মত অতীব কঠোর থাকাতে, মৎপক্ষে তাহা দুরারাধ্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কাণ চক্ষের ন্যায় ঐ সকল ক্রিয়া কষ্টদায়ক হইলেও অদ্য, কল্য, বা অবকাশমতে করিব আমার এরূপ সংকল্প সিদ্ধ রহিল। অদ্য গত, কল্য আগত, আবার কল্য গত, পরশ্বঃ আগত। কাল রাশিচক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়-

মান; তথাচ আমার সেই সংকল্প স্থিরই আছে।

একদা প্রাচীন কোন ধর্ম্মবেত্তা হইতে নিম্নলিখিত প্রকার উপদেশ-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বমত অতীব ঘৃণিত বোধ হইয়া উঠিল।

"পুরাণং ভারতং বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
পুত্র দারাদি সংসারো যোগাভ্যাসস্য বিঘ্নকৃৎ॥

পুরাণ, ভারত, বেদ ও অন্যান্য নানাবিধ শাস্ত্র এবং পুত্র কলত্রাদি রূপ সংসার এই সমস্তই যোগাভ্যাসের বিঘ্নকারী।

অপরঞ্চ

ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং যৎ সর্ব্বং জ্ঞাতুমিচ্ছসি।
অপি বর্ষসহস্রায়ুঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছসি॥

ইহা জ্ঞান, ইহা জ্ঞেয়, এই সকলই তুমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু সহস্র বর্ষ পরমায়ু হইলেও শাস্ত্রের অন্ত পাইবে না।"

"রথ দেখা আর কলা বেচা" আমার দুই দিকেই ইচ্ছা; সুতরাং নিষ্ক্রিয়-বাদিমতে যে ধর্ম্মোপাসনা হইতেছিল

তাহাই সহজ-লভ্য বোধ করিলাম। তন্মতে শৌচ, লঙ্ঘন, যদৃচ্ছার প্রতিষেধ, কিছুই ধর্ত্তব্য নহে। এবং বৈষয়িক ও পারিবারিক সুখ বিলাসও পশ্চাদ্বর্ত্তী করিতে হয় না। সাংযমনিক ক্রিয়ারও আবশ্যক করে না। অনায়াসেই আত্মপ্রত্যয় ও সহজ জ্ঞানের উদয় হয়। আমি অমনি দর্ভাসন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অঙ্গসৌষ্ঠব-কারী পরিচ্ছদ ধারণ করিলাম। সভামণ্ডপে গমন করিয়া দেখি মৎসদৃশ অনেকেই উপস্থিত; সানন্দচিত্তে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ সহিত সমাসীন হইলাম। ধর্ম্মযাজক গদ্‌গদ স্বরে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের উপাসনার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। সকলেই অবনত ভাবে মুদ্রিতনয়ন; আমিও নয়ন মুদ্রিত করিলাম বটে, কিন্তু পূর্ব্ববৎ তন্দ্রাগ্রস্ত, বিলাস-বাসনার ত প্রতিষেধই নাই, সুতরাং তাহাও হৃদয়স্থ। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের উপদেশ হইল বটে, কিন্তু

মৎপক্ষে অন্ধের দর্পণের ন্যায় হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমি প্রবৃত্তি স্ত্রী ও কামাদি পুত্রগণের চিরক্রীত ছিলাম; সুতরাং সুযোগ পাইয়া তাহারদিগের সহিত দ্বিগুণ নৃত্য করিতে লাগিলাম। এদিকে সাপ্তাহিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক সভামন্দিরেও গতিবিধি আছে। বাস্তবিক ঐ ধর্ম্ম একপ্রকার সহজ-লব্ধ বোধ হইল।

জীব। সাপ্তাহিক, মাসিক ও ষাণ্মাসিক কেন?

মন। (সহাস্যে) আপনার কি ভ্রমোদয় হইল? বিষয়-তৃষা ও বিলাস-সুখ-লালসা যখন বলবতী রহিয়াছে তখন অবকাশ পাইলে ত। গৃহিণী কাতরা, পুত্রগণ পীড়িত, বিষয়ের উপর নানা উৎপাত, স্বয়ংও ক্লান্তকায়; সুতরাং ঐ সকল দিক সম্বরণ না করিয়া কিরূপে প্রত্যহ আসি?

জীব। তার পর?

মন। তদনন্তর কিছুকাল তথায় গতি বিধি করিয়া [তাঁতিকুল, বৈষ্ণবকুল]

উভয় কুলই রক্ষা করিতে লাগিলাম। একদা সে স্থানেও আচার্য্যের নিকট এবম্প্রকার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলাম।

"দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় নির্ম্মমেতি মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥

বন্ধন ও মুক্তির জন্য 'মম' আর 'নির্ম্মম' এই দুই পদ আছে। তন্মধ্যে 'মম' পদ দ্বারা জীবগণ বদ্ধ হয়, এবং 'নির্ম্মম' পদ দ্বারা মুক্ত হয়।

অপরঞ্চ

মনসোহ্যুন্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদং॥

মনের উন্মনীভাব প্রযুক্ত দ্বৈত উপপন্নই হয় না। যখন উন্মনীভাব জন্মে তখনই সেই পরম পদ।

অপিচ

হন্যান্মুষ্টিভি রাকাশং ক্ষুধার্ত্তঃ কুণ্ডয়েত্তুষং।
নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি তস্য মুক্তির্ন বিদ্যতে॥

যে ব্যক্তি আকাশে মুষ্ট্যাঘাত করে, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তুষ কুণ্ডন করে, এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান যাহার নাই তাহার মুক্তি নাই।"

মহাশয়! বলিতে কি, ইহা শ্রবণ করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিলাম দেখি দেখি, আমি কোন্‌টার মধ্যে আছি, আর কোন্‌টার মধ্যে নাই। দেখি যে, 'মমেতি' এবং মনের 'উন্মনীভাব' ইহা-দিগের দ্বারাই আমি সুন্দর অলংকৃত। আমার এ শরীর বিষকুম্ভ সদৃশ; কেবল মুখই পয়সাবৃত। আকাশে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কর-ভঙ্গ-জনিত কেবল দুঃখ-ভাজনই হইলাম। যাতায়াত উভয় অব-স্থায় আমার রোদনই সার হইল। তখন অত্যন্ত খেদ ও ভয় উভয়ই সমুপ-স্থিত। আঃ! আমি নিতান্ত অকৃতী; আমার ন্যায় কৃতঘ্ন, পাষণ্ড, জগতে আর নাই। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন তুষ কুণ্ডন করিয়া তণ্ডুল লাভ করিতে পারে না, আমার পক্ষেও তাহাই হইল। চন্দন-ভার-বাহী গর্দ্দভের ন্যায়, সদ্গন্ধে অনভিজ্ঞ রহিলাম। দর্ব্বী যেমন পাক-রসের আস্বাদ পায় না, আমিও তদ্রূপ

হইলাম। কি সাকারা কালী, কি নিরাকার ব্রহ্ম, ইহার কোন তত্ত্বেই তন্নিষ্ঠ ও আস্থাবান্ রহিলাম না। প্রত্যুত রাবণের স্বর্গবর্ত্ম নির্ম্মাণের ন্যায়; সৎ কার্য্যকে পশ্চাৎ করিয়াই রাখিলাম। কেবল বাগ্বিতণ্ডাতেই আমি পটু।

নিতান্ত সন্তাপিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যথেচ্ছা ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি করিয়া শয্যা পরিগ্রহ করিলাম।

তখন আমি গলিতেন্দ্রিয়; তদুপরি আবার চিন্তা; নিদ্রা নাই। ক্ষণেক পরে কিঞ্চিৎ তন্দ্রাকর্ষণ হইল। মনুষ্যের সাধারণতঃ চিত্ত সন্তপ্ত হইলে নানা প্রকার জল্পনার উদ্রেক হয়। স্বপ্নযোগে বাল্য, কৌমার, যৌবন, এই অবস্থা ত্রিতয় স্মরণ হইতে লাগিল। আনুষঙ্গিক, দ্বিতীয়া পত্নী নিবৃত্তিকেও স্বপ্নাবেশে দর্শন করিলাম। তিনি অতি দীনা, ক্ষীণা, অথচ ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের ন্যায়; মৃদু-মন্দ-ভাবে মৎপার্শ্বস্থ

হইয়া সুমধুর স্বরে নিম্ন লিখিত উপদেশটী প্রদান করিলেন।

পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থপরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনং॥

পৃথিবীতে যে সকল জীব আছে জিহ্বা আর উপস্থই সমস্তের উদ্দেশ্য। জিহ্বা আর উপস্থ পরিত্যাগ করিলে পৃথিবীতে আর কিছুই প্রয়োজন নাই।

অমনি নিদ্রাভঙ্গ, কেহ কোথাও নাই। চিত্ত আরো চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। এ দিকে বিষয়কার্য্যে কিঞ্চিৎ শিথিল-যত্ন দেখিয়া প্রথমা পত্নী কর্কশভাষিণী, পুত্রগণ বিদ্রোহী হইতে লাগিল। উপায় দেখিনা। ভাবিলাম, কিছুকাল স্থানান্তর হইলে চিন্তার বিরতি হইতে পারে; এজন্যই অদ্য এখানে উপস্থিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(জীব দেখিলেন যে, যদিচ মনের চিন্তা উদয় হইয়াছে তথাপি তিনি বিবেক ও বৈরাগ্য

বিহীন। যাহা কিছু কহিতেছেন সকলি সংস্কার বা অভ্যাসসিদ্ধ কিন্তু এখনও বিষয়-তৃষায় কণ্ঠ-শোষ হইতেছে। ইহা নিবারণ হইবারও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু মায়াময় শৃঙ্খলবদ্ধ রহিয়াছেন। ইহা চিন্তা করিতে করিতে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।)

জীব। ভাল, আপনি যখন এস্থানে আসেন, তখন আপনার পরিবারগণ কি করিতে ছিল ?

মন। সে সময় ভারি একটা তুমুলকাণ্ড উপস্থিত।

জীব। সে কেমন ?—

মন। সেই রজনীতে সন্তপ্তচিত্ত প্রযুক্ত নিয়-মিত আহারের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হইয়া-ছিল। তদুপরি অধিক পরিমাণে নিশা জাগরণ; সুতরাং বাহ্যান্তরে দুর্ব্বলতা ও ম্লানতা ঘটিয়াছিল। যখন প্রাতরুত্থান করিলাম তখন প্রবৃত্তি, সেই দীনতার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে আমি আকার ইঙ্গিতে বিষয়-বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ অভি-প্রায় জানাইলাম। সে ইষৎহাস্য-পূর্ব্বক

গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা রহিল। এদিকে আমি কটিবন্ধন করিলাম। সবে "শ্রীহরিঃ" বলিয়া কপাটের বাহিরে পদবিক্ষেপ করিয়াছি অমনি প্রবৃত্তি "হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! হা প্রাণবল্লভ! কোথায় যাও" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। পুত্রগণ মধ্যে এ বৃত্তান্ত বড় এক টা জানা-জানি ছিল না। গৃহিণীর আর্ত্ত-নাদে সকলি ছুটাছুটি করিয়া আসিল। পুরবাসী, প্রতিবাসী, সকলেই উপস্থিত; ভারি গোলযোগ। কেহ বলে, "বাবা-গো কোথায় যাওগো"। কেহ বলে "কর্ত্তাগো কোথায় যাওগো," কেহ বলে, "আমাদের কি হবেগো"। আবার কেহ হাত, কেহ গ্রীবা, কেহ কটিদেশ ধরিয়া টানাটানি। বোধ হইল, যেন আমাকে অন্তর্জ্জলি করাইবার উদ্যোগ। আমি মহাকষ্টে উহাদিগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দৌড়িতে লাগিলাম। পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া বোধ হইল, যেন উহারাও

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে ; আমি চক্ষু বুজিয়া এদিক্‌পানে চম্পট।

জীব। এখন ইচ্ছা কি ?

মন। বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।

জীব। তবে বিষয়ারণ্য বিহীন হও।

মন। আজ্ঞে আচ্ছা।

জীব। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর।

মন। আচ্ছা বলুন।

জীব। উন্মনস্ক হইওনা।

মন। আজ্ঞে না।

জীব। (ক্রোধভরে ভৎ'সনা) রে দুরাত্মন্! রে পাষণ্ড! এখনও সংজ্ঞা হীন, এখনও মোহগ্রস্ত রহিয়াছিস্!

মন। আজ্ঞে না-না-না, আমি উন্মনস্ক হই নাই। আসিবার সময় গৃহিণী কাতর-স্বরে রোদন করিতে করিতে কপালে কঙ্কণাঘাত করিয়াছিল, ঐ কথাটা হঠাৎ স্মরণ হইল। এই আমি সুস্থির ভাবে বসিলাম, আপনি যাহা বলিতে হয় বলুন।

(মনকে অধোবদন দেখিয়া)

জীব অপ্রতিহত চিত্তে কহিতে লাগিলেন।

ীব। মন! আচার্য্যদিগের প্রমুখাৎ ও স্বপ্নযোগে নিবৃত্তির মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সকলি সার ও সিদ্ধ বাক্য। শাস্ত্রের অন্ত নাই; মনুষ্যের সময় অত্যল্প, তাহাতে আবার বিষয়-জঞ্জাল ঘটিত নানাপ্রকার বিঘ্ন আছে। মনুষ্যের সহস্র বর্ষ আয়ু হইলেও শাস্ত্রান্ত করিয়া এইটি জ্ঞান এইটি জ্ঞেয় ইহা স্থির করা অসাধ্য। পুত্র দারাদি সংসার যে যোগাভ্যাসের বিঘ্নকারী, ইহাও স্বরূপ কথা; তৎপ্রমাণ তুমিই বিদ্যমান রহিয়াছ। আর যে ব্যক্তি "মমেতি" প্রবাচক এবং যাহার চিত্তের "উন্মনী-ভাব" ত্যাগ হয় নাই, সে কখনও অদ্বৈত-পরায়ণ হইতে পারে না। অপিচ স্বপ্নযোগে নিবৃত্তি যাহা কহিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা তাহা আরো সুন্দর। জিহ্বা

ও উপস্থ পরিত্যাগ করিলে পৃথিবীতে প্রয়োজন কি! অতএব সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক বিগতকাম হইয়া, যিনি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-গোচর, প্রতিনিয়ত তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য নহে। অন্তর্মুখ যোগী না হইলে তাহা কদাচ জ্ঞানগম্য হয় না। জ্ঞান কোন জড় পদার্থ নহে; কেবল চিন্তারই অপূর্ব্ব ফল। সেই চিন্তা ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে কদাচ উদিত ও অটলরূপে স্থিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সংযমন হইলে জগজ্জাত কোন বস্তুতেই মোহ থাকেনা।

মন। আপনি যে বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলেন। অন্তর্মুখ যোগী কাহাকে বলে!

জীব। (সহাস্যে) যিনি বাহ্যবিষয় ও অন্তর্বিষয় ঐক্যরূপ জানেন, এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ স্বীকার করেন, তিনিই অন্তর্মুখ যোগী।

মন। তাঁহার বিশেষ লক্ষণ কি ?

জীব। ইন্দ্রিয়-বশীকরণই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ। অর্থাৎ ১—যম, ২—নিয়ম, ৩—আসন, ৪—প্রাণায়াম, ৫—প্রত্যাহার, ৬—ধ্যান, ৭—ধারণা, ৮—ধৃতি, এই অষ্টাঙ্গ যোগ।

বিরতৌ।—

১। অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্য মকল্পতা।
অস্তেয় মিতি পঞ্চৈতে যমাশ্চৈব ব্রতানিচ॥

২। শৌচং সন্তোষঃ তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধানঞ্চ।

৩। অন্টাঙ্গ যোগস্য তৃতীয়াঙ্গমাসনং, কর-চরণাদি সংস্থান বিশেষঃ। তত্তু পঞ্চপ্রকারং, যথা—
পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকং॥

৪। যোগাঙ্গ বিশেষঃ। যথা
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ র্নাসাপুটধারণং।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয় স্তর্জ্জনী মধ্যমে বিনা॥

মূলমন্ত্রস্য বীজস্য প্রণবস্য বা ষোড়শবার জপেন বামনাসাপুটে বায়ুং পূরয়েৎ। তস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুং রেচয়েৎ ইতি।

৫। স্বস্ব বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াকর্ষণং। সচ যোগাঙ্গ বিশেষঃ তথাচ। প্রত্যাহারশ্চ তর্কশ্চ প্রাণায়াম স্তৃতীয়কঃ।

সমাধির্ধারণং ধ্যানং ষড়ঙ্গো যোগ সংগ্রহঃ॥

অপিচ। শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।

কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥

অন্যচ্চ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতোহি সঃ।

মনসা সহ বুদ্ধ্যাচ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥

৬। অদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যান্তরেন্দ্রিয়বৃত্তি-প্রবাহঃ। অপিচ। বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহো ধ্যানমিত্যর্থঃ॥

৭। যোগাঙ্গ বিশেষঃ। সতু অদ্বিতীয়বস্তুনান্তরেন্দ্রিয় ধারণং।

৮। তুষ্টিঃ সুখং। ধৃতিযোগজাতফলং যথা।

ধৃতিযোগসমুৎপন্নঃ প্রাজ্ঞঃ সংহৃষ্টমানসঃ।

বাবদূকঃ সত্যায়াঞ্চ সুশীলো বিনয়ান্বিতঃ॥

বিরতি অবস্থায়।

১। অহিংসা, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য্য, অসংশয়, অস্তেয়, এই পঞ্চকে যম ও ব্রত বলাযায়।

২। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ঈশ্বরচিন্তা, এই সমস্ত নিয়ম।

৩। অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় অঙ্গ আসন অর্থাৎ—

হস্তপদাদির সংস্থানবিশেষ। তাহা পঞ্চ প্রকার। যথা—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন এই পঞ্চবিধ আসন।

৪। যোগাঙ্গ বিশেষ। যথা—
তর্জ্জনী ও মধ্যমা ব্যতিরেকে, কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা যে নাসাপুট ধারণ তাহাকে প্রাণায়াম বলাযায়। অর্থাৎ—

মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, অথবা প্রণব ষোড়শবার জপ পূর্ব্বক বাম নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে; ঐ মন্ত্র চৌষট্টিবার জপ পূর্ব্বক বায়ু কুম্ভক করিবে; উহা বত্রিশবার জপ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, ইতি।

৫। নিজ নিজ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করার নাম প্রত্যাহার। উহা একপ্রকার যোগাঙ্গ, তথাচ-প্রত্যাহার, এবং তৃতীয় তর্ক, প্রাণায়াম, সমাধি, ধারণা, ধ্যান, যোগের এই ছয় অঙ্গ।

অপিচ—প্রত্যাহারপরায়ণ যোগবিৎ ব্যক্তি, শব্দাদি বিষয়ে আসক্ত বাহেন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিয়া, চিত্তের অনুমোদিত বিষয়ে সন্নিবেশিত করিবেক।

অন্যচ্চ—প্রত্যাহার বিষয়ে নিরত ব্যক্তি মন এবং বুদ্ধি দ্বারা বাহেন্দ্রিয় সকলকে তত্তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অবস্থিত আছেন।

৬। একমাত্র বস্তুতে মধ্যে মধ্যে মনোবৃত্তি প্রবাহকে ধ্যান বলে। অপিচ, অন্যবিধ জ্ঞানগর্ভ একবিধ জ্ঞান প্রবাহকে ধ্যান বলে।

৭। ধারণা এক প্রকার যোগাঙ্গ। উহা, একমাত্র বস্তুতে অন্তঃকরণের ধারণ।

৮। তুষ্টি, সুখ, ধৃতি একই পদার্থ। ধৃতিজনিত ফল যথা—ধৃতিযোগসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, হৃষ্টমানস, সভাস্থলে বক্তা, সুশীল এবং বিনয়ান্বিত হয়েন।

এই যোগদ্বারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক আত্মাকে এক অরণীকাষ্ঠ ভাবনা করিয়া ও প্রণবকে দ্বিতীয় অরণীকাষ্ঠ ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মন্থনদ্বারা "তত্ত্বমসি" চিন্তা করাই অন্তর্মুখ যোগীর লক্ষণ। ইত্যাকার মনন-শীল ব্যক্তি কদাচ বাহ্য সৌষ্ঠব দেখে না এবং জনপদেও চীৎকার করে না; প্রত্যুত নির্জ্জন স্থানই ভাল বাসে। তাঁহার আহূত হইবারও পিপাসা থাকে না, যেহেতু তাঁহার পাণ্ডিত্যাহঙ্কার নাই।

তিনি অতার্কিক হইয়া ঘটে পটে সর্ব্বত্রই আত্ম দর্শন করেন।

মন। তবে শ্রাদ্ধশান্তি এবং যাগাদি ক্রিয়াতে প্রয়োজন কি?

জীব। হাঁ প্রয়োজন আছে। জ্ঞান পদার্থ সকল স্থলেই প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তন্মধ্যে "সৎ" আর "অসৎ" প্রভেদ আছে। শাস্ত্রদর্শন এবং গুরূপদেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সৎজ্ঞান লাভ হয়। সৎজ্ঞান জন্মিলে পর বস্তুজ্ঞান থাকে না। সুতরাং সৎ-জ্ঞান-লাভের জন্য আদৌ শাস্ত্রদর্শন ও গুরূপদেশ আবশ্যক হইতেছে।

জ্ঞানস্য কারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্রং বিনশ্যতি।
ফলস্য কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি॥

জ্ঞানের কারণ শাস্ত্র, জ্ঞান জন্মিলে শাস্ত্র নষ্ট হয়।
ফলের কারণ পুষ্প, ফল জন্মিলে পুষ্প নষ্ট হয়॥

অপরঞ্চ

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিৎ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য পশ্চাদ্‌জ্ঞানং পরিত্যজেৎ॥

যেমন কোন ব্যক্তি আলোক হস্তে করিয়া অন্বেষিত দ্রব্য দৃষ্ট হইলে উহা ত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু দর্শন করিয়া পরে জ্ঞানকে ত্যাগ করিবেক।

সৎজ্ঞানের দ্বারা, দেহ দীপিত এবং বুদ্ধি ব্রহ্মসমন্বিতা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিধূমাগ্নি হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি নিখিল কর্ম্মবন্ধনকে ভস্মীভূত করে।

জ্ঞানেন দীপিতে দেহে বুদ্ধির্ব্রহ্মসমন্বিতা।
ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিনা বিদ্বান্নির্দহেৎ কর্ম্মবন্ধনং॥

জ্ঞান দ্বারা দেহ দীপিত হইলে বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠা হয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ব্রহ্ম জ্ঞান রূপ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম বন্ধন দগ্ধ করেন।

যেমন, অন্ধ উদিত সূর্য্যকে দেখে না, তদ্বৎ শাস্ত্রদর্শন দ্বারা জ্ঞাননেত্র প্রকাশিত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না।

শাস্ত্র দর্শন করিতে গেলে প্রথমতঃ ক্রিয়ামার্গ অবলম্বন করিতে

হয়। ক্রিয়াযোগ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের একটি সোপান ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইবার প্রধান উপায়। জলৌকা যেমন তৃণান্তর অবলম্বন ব্যতীত গমন-শক্ত হয় না, সরিৎ পারার্থীর যেমন তরণী আবশ্যক হয়, সংজ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র ও ক্রিয়াও তদ্রূপ।

নাবার্থীহি ভবেত্তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনং॥

যে পর্য্যন্ত পারে গমন না করা যায় সেই পর্য্যন্তই নৌকার প্রয়োজন হয়, নদী পারে উত্তীর্ণ হইলে নৌকায় কি প্রয়োজন ?।

অপরঞ্চ

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনং।
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনং॥

অমৃত দ্বারা তৃপ্ত যে ব্যক্তি তাহার দুগ্ধে কি প্রয়োজন ? এইরূপ সেই পর ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে বেদে প্রয়োজন নাই।

কিন্তু শাস্ত্র নানাপ্রকার; কতকগুলি

সকাম, কতকগুলি নিষ্কাম, আর কতক-গুলি উপদেশগর্ভ। দেখ, জড়ত্ব-হেতু পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি মলিন; কিন্তু দেহী—অর্থাৎ আত্মা অহং-কারোপাধিক সংসার-রহিতত্ব হেতু অত্যন্ত নির্ম্মল। দেহ এবং দেহী এত-দুভয়ের অন্তরঙ্গ ব্যক্তির প্রতি শৌচা-শৌচ বিধি নাই।

অত্যন্ত মলিনো দেহো দেহী ত্বত্যন্ত নির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥

দেহ অত্যন্ত মলিন, কিন্তু আত্মা অত্যন্ত নির্ম্মল, উভয়ের প্রভেদ জানিলে কাহার শৌচ না হয়।

যে মনুষ্যের, রজ্জুতে অহিত্ব এবং জাগ্রদাদি অবস্থা ত্রিতয়ের ভেদ জ্ঞান আছে, তিনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার হৃদয়ে শৌচাশৌচ ভেদ জ্ঞান আছেই আছে। এবং যাবৎকাল পরোক্ষানুভব না হয়, তাবৎকাল অ-নন্ত কর্ম্মের আবশ্যক হইবেই হইবে।

অনন্তং কর্ম্ম শৌচঞ্চ তপো যজ্ঞ স্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাবত্তত্বং ন বিন্দতি ॥

বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম, শৌচ, তপঃ, যজ্ঞ, এবং তীর্থ যাত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্তই ঐ সকলের প্রয়োজন।

হাঁ,—প্রণেতা এবং সকলেরই লয়-স্থান এক; এই কথা যখন সর্ব্ববাদি-সম্মত তখন পরস্পর ভেদজ্ঞান বিপর্য্যয় দেখাযায় বটে। কিন্তু এই কথা বিষয়াসক্ত এবং রিপুপরবশ ব্যক্তি কহিলে শোভা পায় না। যিনি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক বিগতকাম হইয়াছেন, তিনি কহিলে বড়ই কমনীয় বোধ হয়। তিনি সর্ব্বাশী, সর্ব্ববিক্রয়ী হইলেও তাঁহাকে রমণীয় দেখায়। সত্য বটে, তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী মনুষ্যের ক্রিয়ার আবশ্যক হয় না; কিন্তু রিপুপরবশ মনুষ্য ইন্দ্রিয় সংযমন ভিন্ন জীবন-ধর্ম্মের সংসাধনে প্রধাবিত হইলে হাস্যাস্পদ হয়। মন! তুমি স্বীয় যে অবস্থা বর্ণন

করিয়াছ, তদবস্থায়, যে কোন ধর্ম্মাধি-করণমণ্ডপে যাওনা কেন, কেবল (কলুর বৃষভের ন্যায়) পরিভ্রমণই করিয়াছ। বিষয় কুসুম-মঞ্জরীতে তোমার জ্ঞান-নেত্র অন্ধ হওয়াতে ধর্ম্মমন্দিরের সো-পান শ্রেণী তোমার লক্ষ্য হয় নাই; একেবারে উল্লম্ফ দেওয়াতে স্খলিত-পদ হইয়াছ। তোমাকে সগর্ব্বে কহিতেছি, তুমি যখন ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক বিষয়শৃঙ্খল কর্ত্তন করিবে, তখন তোমার কান্তি ও অবস্থা অতীব তেজস্বিনী হইয়া উঠিবে; কোন অবস্থাতেই বিমর্ষ থাকিবে না।

মন। ভাল, ইন্দ্রিয়কৃত সদসৎ কার্য্যের আধার কে?

জীব। আমি।

মন। কি প্রকারে?

জীব। ইন্দ্রিয়কৃত কার্য্যের সুখ দুঃখ ভোগ-জন্য আমি "কাকী" হইয়াছি। অর্থাৎ "ক" শব্দার্থ সুখ, ও "অক"

শব্দার্থ দুঃখ; যিনি এতদুভয় শালী তিনিই কাকী অর্থাৎ জীব; আর কযুক্ত "অ" কার বর্ণকে ব্রহ্মের চেতনাকৃতি মূলপ্রকৃতি জানিবে। উক্ত "অ" কার বর্ণ লোপ হইলে কেবল যে, "ক" কার বর্ণ মাত্র থাকে, তাহাই অখণ্ড অদ্বিতীয় মহানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।

কাকীমুখক-কারান্তো হ্যকার শ্চেতনাকৃতিঃ।
অকারস্যচ লুপ্তস্য কোঽর্থঃ প্রতিপদ্যতে ॥

কাকী শব্দের প্রথম ককারের অনন্তরবর্ত্তী অকার চৈতন্য স্বরূপ, অকার লুপ্ত হইলে কি অর্থ প্রতিপন্ন হইতে পারে?

মন। কি উপায় দ্বারা সেই নিত্য সুখের বিঘ্নকৃৎ ইন্দ্রিয়াদি রিপুগণের নির্যাতন হইতে পারে?

জীব। তোমার ভ্রমাপবাদ ঘটিয়াছে। যে হেতু তোমার দ্বিতীয় পত্নী নিবৃত্তি অতীব সাধ্বী, তদ্‌গর্ভজাত বিবেকনামক পুত্র কামাদি অপেক্ষা তেজস্বী, পুণ্য

ক্ষেত্রাদি নির্জ্জন প্রদেশ তোমার অভেদ্য ব্যূহ, এবং যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ তোমার অমোঘাস্ত্র। সুতরাং উহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অনায়াসেই কামাদি রিপুগণের নির্যাতন হইতে পারে।

(জীব কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইতেছে, ইত্যবসরে মনের পুনঃ মোহোদয় হইল। বাক্য নাই, একেবারে নিস্তব্ধ, দ্বিগুণ চিন্তায় অধোবদন।)

জীব। কি মহাশয়! আপনার যে পুনরায় বাক্ রোধ হইল?

মন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) শুনুন্ মহাশয়! এখন 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' এই কথাটী বিবেচনা করিতেছি। 'কাশী যাই, কি মক্কায় যাই,' এদিকে যে, কৃষ্ণ শূন্য গোকুল হইয়া পড়িবে।

(ইত্যবসরে "হাঃ নাথ! হাঃ স্বামিন্! হাঃ পিতঃ!" ইত্যাকার আর্ত্তনাদ মনের কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি অমনি শশব্যস্তে-

দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি পূর্ব্বক জীবকে কহিতে লাগিলেন।)

মন। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন, আমার বিরহ সন্তাপে ব্যথিত দারা পুত্রগণ এই হিংস্রক জন্তুগণ সেবিত ঘোর বিপিনে আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমি আসিবার সময় উহাদিগের অশনীয় সামগ্রী কিছুই গৃহে ছিল না। আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন, আমি উহাদিগের অভাব দূরীকরণ পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা পুনরায় গৃহে রাখিয়া আসিতেছি।

(ইহা বলিয়া দ্রুতবেগে মনের প্রস্থান।)

জীবের খেদ।—"অহো! এই পাঞ্চভৌতিক জড়পদার্থে প্রতিবিম্বিতাত্মা আমি, অনাদি-প্রেরিত সূত্রে গ্রথিত হইয়া শব্দায়মান হইলাম। অহো! ইন্দ্রিয়াদিকৃত কলুষ ভোগজন্য আমাকে লিঙ্গশরীর পরিগ্রহ করিতে হইল।"

অতঃপর জীবের অন্তর্ধান।

(সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ)